Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 425 – 430
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম সংস্কৃতি বারি পূজা বা মনসা পূজা

সন্তোষ মাহাত
স্টেট অ্যাডেড কলেজ টিচার
ইতিহাস বিভাগ, কোটশিলা মহাবিদ্যালয়
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email ID : santoshmahato553@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Bar, Sarvar, Sankranti, Panna, Kudmi, Vasan, Jonogosthi, Negachar.

Abstract
My research paper is called Bari worship or Manasa worship, one of the cultures of Kudmi community. In the discussion of this Bari worship or Manasa worship culture, firstly, in which area Bari Puja is celebrated, when, for how long, it has been highlighted. It has also been mentioned when this Bari Puja cannot be performed. Along with this, the issue of how Bari worship or Manasa worship got its name has been highlighted. It has been highlighted in the discussion that the Kudmi community are closely related to this culture. Apart from this, the rules on the day of the bar or the day before the worship have also been highlighted. Also, it has been highlighted that different servers or materials are used in Bari worship and different negachar or customs are observed. Taking turns is a very important topic in this culture that is also discussed. The scientific significance of this culture is highlighted. Above all, various aspects of Bari worship or Manasa worship culture have been thoroughly discussed for the convenience of the reader. I sincerely apologize to everyone if there are any mistakes.

Discussion
ভূমিকা : কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজনের বিভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি অন্যতম সংস্কৃতি হল বারি পূজা বা মনসা পূজা। এই সংস্কৃতির আলোচনাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে কৃষির সাথে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন কীভাবে সম্পর্কিত রয়েছে। সাথে জলের গুরুত্বকে বারি পূজাতে বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সংস্কৃতিকে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষ কত আনন্দ সহকারে পালন করে তা সত্যিই বিরল। আলোচ্য প্রবন্ধে সেগুলো ধারাবাহিক ভাবে

আলোচিত করা হয়েছে। কুড়মি হল কৃষিজীবি আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ। এই জাতির জীবিকা চাষ অর্থাৎ কৃষিকাজ। এদের ভাষা সংস্কৃতির নাম কুড়মালি।[১]

নামকরণ, এলাকা ও সময়কাল :

কুড়মালি সংস্কৃতিতে বারি পূজা এক আনন্দের উৎসব। বারি-র অর্থ পানি অর্থাৎ জল। এখানে জলের তাৎপর্য কৃত্রিম উপায়ে বোতলের মধ্যে অবস্থিত জল নয় মূলত বর্ষার জলকে ধরা হয়। তাই বারি পূজা বহমান জলাশয়, জলধারা, নদী, পুকুর ইত্যাদি এবং ঘরের আঙিনায় করা হয়। জল প্রকৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ এবং এটি মানুষ সহ সকল জীবের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। এটা ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। তাই এই সংস্কৃতিতে জলের পূজা করা হয়। কোথাও একে মনসা পূজাও বলা হয়। পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা বারি হচ্ছে একটি ঐতিহ্যবাহী পূজা। ঘটনাক্রমে ঐতিহাসিক তত্ত্ব জড়িত হওয়ার কারণে এই সংস্কৃতিকে 'মনসা'-এর সাথে জড়িয়ে দেখা যায়। ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে কুড়মালি সংস্কৃতির লোকেরা খুব আড়ম্বরের সাথে পালন করে।[২] সাবেক মানভূমের ঘরে ঘরে পালিত হয় মনসা পূজা।[৩] কুড়মালি ভাষার 'বু', 'বঅ' থেকে 'বারি' শব্দের উৎপত্তি। 'বু' এর আভিধানিক অর্থ 'জল' এবং 'বঅ' অর্থ 'বহনা' বা 'প্রবহমান'। কুড়মালি সংস্কৃতিতে, বারি পূজা মূলত শ্রাবন মাসের শেষ দিন থেকে শুরু হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়। অধ্যাপক মনসা মাহাতোর মতে, কুড়মালি সংস্কৃতিতে বারি পূজা প্রধানত শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে পালিত হয়। এটি শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। তবে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। অর্থাৎ পুরো ভাদ্র মাসের যেকোনো দিন নিজের সুবিধা মতো এটি করতে পারেন। এই দিনটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন দিন নির্ধারণ করে।[৪] ছোটনাগপুরে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষ সহ অনান্য হিতমিতান (বন্ধুত্ব) গোষ্ঠীর মানুষ বারি পূজা বা মনসা পূজা প্রাচীন কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পালন করে আসছে।[৫] এই সময় দেখে নেওয়া হয় যেন নিজের গোষ্ঠীর লোকেদের ছুইত বা অশৌচ (জনম, মরণ) বা মিলমিলা না হয়। এই সব হলে স্নানের পরেই করার হয় অর্থাৎ ছুইত শেষ হওয়ার পরেই এই বারি পূজা করা হয়। এই পূজায় নাইয়ার (পুরোহিত) প্রয়োজন নেই। বাড়ির পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা এর পূজা করে থাকেন। এতে পরিবারের নারী ও পুরুষ উপবাস রাখে। এই পুজো জলের সঙ্গে যুক্ত। এ সংস্কৃতির মানুষের অর্থনীতির প্রধান মাধ্যম ধান চাষ। সেইজন্য জলের প্রয়োজন এবং এই জল নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। এই কারণে কুড়মালি সংস্কৃতির লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে যা করতে চায় তা হল বারি পূজা বা জল পূজা। এই সময় বেশি বৃষ্টি হওয়ার কামনা করে।[৬] বারি পূজা তিন দিন ধরে হয়। শ্রাবন মাসের সংক্রান্তির আগের দিনকে বলে বার, সংক্রান্তির দিনকে বলে বারি পূজা বা মনসা পূজা আর পরের দিনকে বলে পাননা।[৭]

এই বারি পূজা হয় চাষবাসের রোপন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে। আবার চাষীরা জাঁতাল (ধানরোপনের পূর্বে এক প্রকার রীতিনীতি) পূজার সময় প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করতো আর মনে আশা করতো যাতে ঠিকঠাক জল হয়। আর যেমন চাষ ভালোভাবে সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ মনের আশা পূরণ হয় তাই পানিমাঁই (জলমাতা) / বারি পূজা করে। মনের আশা পূরণ হওয়ার জন্য এই পূজা হয় তাই পুজাটার নাম মনসা পূজা।[৮] রপা (শ্রাবণ) মাসের সংক্রান্তির দিন মনসা পূজা। কুড়মালি নেগাচারে নিষ্ঠার সাথে এই দিনটি পালন করা হয়। লোক বিশ্বাস, মনসা সর্পের দেবী, নাগমাতা। মা মনসা সন্তুষ্ট থাকলে সর্প ভয় থাকে না। কুড়মালি নেগাচারে মা মনসার পূজা আসলে জলের পূজা। জল কৃষকের মনের আশা পূরণ করেন। বলেই তিনি মনসা, মা মনসা। জল শীতলকারিনী, তৃষ্ণা নিবারণী, শুদ্ধকারিনী এবং বিষনাশিনী। জল বিষ হরণ করে বলেই তিনি বিষহরি।[৯]

বারের বা পূজার আগের দিনের নেগাচার বা রীতিনীতি :

১) মনসা পূজার বারের দিন ঘরের দুই লোককে অবশ্যই (পুরুষ ও স্ত্রী) নাপিতের কাছ থেকে নখ কাটতে হয়।

২) গোটা দিন ভাত বাদে অন্য জিনিস খাওয়া হয় যেমন দুধ, গুড়, রুটি, ফল ইত্যাদি।

৩) সন্ধ্যায় স্নানের পর ভুতপিঢ়ার (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে শালপাতাতে প্রদীপ জ্বালানো হয় আর ধূপধুনা দেওয়া হয়।

পূজার দিনের সারভার বা 'উপকরণ সামগ্রী' :

আতব চাল, দূর্বাঘাস, বেলপাতা, তুলসিপাতা, দুধ, ঘি, গুড়, ধানের খই, বুট, কলাই, ভুট্টা, ধূপ, ধুনা, আতব চালের গুঁড়ো, শালপাতের খোলা, সিঁদুর, পাহুড় (বলির জন্য ব্যবহৃত বিশেষ করে হাঁস) ইত্যাদি।[১০]

পূজার দিনের নেগাচার বা রীতিনীতি :

১) যে পূজা করে আর যে পূজায় সাহায্য করে তাদেরকে গোটা দিন উপবাস থাকতে হয়।

২) ঘরের আরও কেউ যদি বারি পূজার সময় ফুল দিলে তাকেও উপবাস থাকতে হয়।

৩) সন্ধ্যা হওয়ার আগে ঘরের মহিলা স্নান করে আসে। আর তারপর ধানের খই ভাজে, বুট, ভুট্টা, কলাই ভাজার পর খইগুলি বেছে নিয়ে খোলায় সাজানো হয়। শাল পাতার খোলা তার মধ্যে সিঁদুর, ধূপ, ধুনা, গুড় সব কিছু সাজানো হয়।

৪) সন্ধ্যার সময় পূজা করার জন্য বাঁধ থেকে স্নান করার পর একঘটি জল নিয়ে আসতে হয়।

৫) ঘরের মহিলা ভুতপিঢ়ার (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে চকপুরে বা আলপনা দেয়। আর জলের ঘটি আলপনার উপর রাখতে হয়।[১১]

৬) পূজা করার দনায় সিঁদুর নিয়ে ভুতপিড়ার (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে বুড়াবাপ, মহামাই, বসমতামাই, বাঘুত রাই আর ভানসিংকে (পাঁচজন দেবদেবী) স্মরণ করে পাঁচটি সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়। আবার জলের ঘটিটাই তিনটে ও আলপনায় তিনটে সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়।

৭) থালায় আতব চাল, দূর্বাঘাস, বেলপাতা মিশিয়ে পাঁচজন দেবদেবীকে একধ্যানে স্মরণ করে একে একে ফুল দিয়ে প্রণাম করে।

৮) আবার একটা খোলায় খই ভাজা, গুড়, দুধ, ঘি দিয়ে ভোগ করে ওই পাঁচজন দেবদেবীকে স্মরণ করে প্রসাদ নিবেদন করে আর প্রণাম করে।

৯) বলি দেওয়ার যন্ত্রে তিনটে সিঁদুরের দাগ দেয়।

১০) পাহুড়টিকে (বলির জন্য ব্যবহৃত বিশেষ করে হাঁস) জল ছিটকানো হয়, সিঁদুর দেয় ও খাওয়ায়।

১১) পাহুড়টিকে (বলির জন্য ব্যবহৃত বিশেষ করে হাঁস) খাওয়াতে হয় বলি দেওয়ার পূর্বে আর তারপরে কাটার পর মাথায় জল দিতে হয়।

১২) পাঁচজন দেবদেবীকে স্মরণ করে দুধ ঢাল দেয়। আর শেষে একটা দনায় (শাল পাতার খোলা) জল নিয়ে ঢেলে দেয়।

১৩) পূজা শেষ হওয়ার পর পূজা যিনি করেন তিনি ভুতপিঢ়াকে (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) প্রণাম করেন।। আর তারপরে ধারাবাহিকভাবে সবাই ঘরের একে একে প্রনাম করে ভুতপিঢ়াকে (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান)।[১২]

উপবাসকারী নারী সন্ধ্যা হতে হতে পূজার জন্য পিঠা তৈরি করেন। এই পিঠা করার সময় আতব চালের গুঁড়িকে দুধ, গুড় , ঘি অথবা ডালডার সাথে মেশানো হয় একে বলা হয় 'গরল পিঠা' (চালের গুঁড়ির তৈরি একপ্রকার পিঠা)। কুড়মালি সংস্কৃতিতে, যে কোনো উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত পূজায় দেবতাকে নিবেদনের জন্য শুধুমাত্র এই ধরনের গরল পিঠা ব্যবহার করা হয়। এতে বাড়ির অন্য সদস্যদের স্পর্শ করাও নিষেধ। এদিকে, ধানের খই (লাবা) ভাজা হয়। এর জন্য নতুন খাপরাআহি (মাটির তৈরি পাত্র) এবং ভূজন ঝুড়ি (বাঁশের কাঠি) ব্যবহার করা হয়। পূজার জন্য পিঠা তৈরির পর ৯টি খোলায় ৫টি করে পিঠা সাজানো হয়। এই ৯টি খোলায় অল্প অল্প করে ধানের খই ঢেলে দেওয়া হয়।[১৩]

ভুতপিঢ়ার কাছে (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) পূজা :

সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ সন্ধ্যা হওয়ার পর উপবাসকারী বাড়ির পুরুষেরা স্নান সেরে ভেজা কাপড় পরিধান করে এক ঘটি জল/ এক লোটা জল নিয়ে বাড়ির আঙিনার কাছে আসে। এই সময় পুরুষেরা শুধু ধুতি বা গামছা পরিধান করে, তবে ধুতিকে কোমরে ঠোঁট গুঁজে (এক প্রকার ধুতি পরিধান করার কৌশল) পরিধান করা হয়। আবার মহিলারা শরীরে শুধুমাত্র শাড়ি পরিধান করেন 'বাজাহাড়ি' পদ্ধতিতে (এক প্রকার শাড়ি পরার কৌশল)। বাড়ির মহিলা একটি ডালায় (বাঁশের ঝুড়ি) ৯টি খোলাতে (শাল পাতার তৈরি) পিঠা সাজিয়ে আঙিনায় ভুতপিঢ়ার কাছে রাখে। সেই সঙ্গে সিঁদুর, কাজল, আতব চাল, গুড়, ঘি অথবা ডালডা, এক দনা (শাল পাতার তৈরি খোলা) তুলসী পাতা, আগুন, ধূপ, প্রদীপ, গ্লাসে দুধ ইত্যাদি নিয়ে ভুতপিঢ়ার কাছে রাখে।[১৪] পুরুষেরা প্রথমে প্রদীপ জ্বালায়। এরপর সিঁদুরের সাথে ডালডা বা ঘি মিশিয়ে ভুতপিঢ়ার কাছে (পূর্বপুরুষের ভিটের কাছে অবস্থিত স্থান বা থান) কাছে এক, তিন বা পাঁচ বার দাগ দেয় তারপর পাঁচবার দুদিকে সিঁদুরের দাগ দেয় মাটির উপর। এর পরে এক একটি তুলসী পাতা উল্টে রাখা হয়। তারপর এই তুলসী পাতার ওপরে একে একে সাজিয়ে নয়টি খোলায় সাজানো পিঠাকে অল্প অল্প টুকরো করে একটি বড় দনায় (শাল পাতার খোলা) বা ডুভায় (কাঁসার পাত্র) রাখে। একে ভোগ বলে। এই ভোগে ধান ভাজা, আতব চাল, দুধ, গুড়, বেলপাতা ইত্যাদি থাকে।[১৫]

বারি উঠা :

উপবাসের দিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বারি উঠা হয়। এর আগে উঠানে অবস্থিত ভুতপিঢ়ার কাছে পূজা করা হয়। এর জন্য একটি বিশেষ বিধি বিধান রয়েছে। বারি অর্থাৎ এতে জলের পূজা করা হয়। এই পূজা করা হয় নদীতে, পুকুরে অর্থাৎ জলাশয়ে। এই জলাশয় পূর্বপুরুষদের সময় থেকে স্থির রয়েছে। অর্থাৎ যে পুকুরে সেই গোষ্ঠীর ছেলেদের বিয়েতে 'ঘটি লুকানো নেগ'/ রীতি হয়, সেই পুকুরে বারি-উঠাও হয়। যে লোক উঠানে পুজো করে সে পুকুরের ঘাটে যায় পুজোর সামগ্রী নিয়ে। এর জন্য বাড়ি থেকে পূজার সামগ্রী নেওয়া হয়। বাড়ির আঙিনা থেকে বের হলেই গান-বাজনার সুরে পুকুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাক, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে।[১৬] পুকুরের ঘাটে গিয়ে জল সংলগ্ন স্থানে উপোসকারি ব্যক্তি বারি অর্থাৎ জলের পুজো করে। এতে প্রথমে গোবর দিয়ে লেপন করা হয় পূজার স্থান। তারপর ঝিঙে পাতা বিছিয়ে ঝিঙেকে পূজা করে। এর উপর সিঁদুর, কাজলের টিকা লাগানো হয়। এর পাশে একটি খালি মাটির চুকা (পাত্র) রাখা হয়েছে বারির জন্য। এতে সিঁদুর, কাজলের পাঁচটি দাগ দেওয়া হয়। এর পর আতব চাল, গুড় এবং পাঁচটি পিঠাতে অল্প অল্প করে একত্রে মেশানো হয়। তারপরে এটি বাম থেকে ডানে তিনবার দেওয়া হয় এবং তারপরে দুধের ঢাল দেওয়া হয়। এরপর প্রণাম করার সময় ঝিঙে বলি দেওয়া হয়। এতে প্রথমে ঝিঙে কে জল ছিটিয়ে স্নান করানো হয়, তারপর তার ওপর সিঁদুর দাগ লাগিয়ে হুসুয়া (কাস্তে) দিয়ে কাটা হয় এবং কাটা ঝিঙেটির অংশ পূজার কাছে রাখা হয়। এর পরে, লোটার (ছোট পাত্র) জল পূজার স্থানের বাম এবং ডান দিকে অল্প অল্প করে ঢেলে দেওয়া হয়, তারপর প্রণাম করা হয়। এরপর প্রণাম করার পর খালি মাটির চুকা তুলে একই জলাশয় থেকে জল ভরে পুজোকারীরা তা মাথায় নিয়ে আঙ্গিনার কাছে ভুতপিঢ়ার রাখে। এতে সবাই বারি তোলার কাজ করে না, কিন্তু যাঁরা মনসা পুজো করেন, তাঁরা অনিবার্য ভাবে বারি তোলার কাজ করার নেগ বা রীতি করেন।[১৭] একজন পুরুষের দ্বারা পূজা করার পরে, উপবাস পালনকারী একজন মহিলা সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা নিবেদন করা হয়। এরপর পূজার উপকরণ - পিঠার খোলা ইত্যাদি বড় ডালায় (বাঁশের ঝুড়ি) সাজিয়ে ঘরের ভেতরে রাখা হয়। এই দিনে পূজায় ব্যবহৃত প্রসাদ বা পিঠা কেউ খান না। এর মধ্য দিয়ে শেষ হয় মনসা পূজার দ্বিতীয় দিনের পূজা। এরপর উপবাসকারীরা লবণ ছাড়া ফলমূল গ্রহণ করেন। যদিও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা লবণযুক্ত নিরামিষ খাবার খেতে পারেন।[১৮]

পাননা :

পূজার পরের দিন হলো পাননা। এইদিন সেরকম কোনো নেগ বা রীতি থাকে না। কেবল রান্না করে মাংস খায়।[১৯] উৎসবের তৃতীয় দিনকে বলা হয় 'পাননা'। এদিন সকালে বাড়ির মহিলারা গোবর দিয়ে ঘর ও উঠান পরিষ্কার করেন।[২০]

বারি ভাসান উৎসবের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ পারনার/ পাননার দিন সকালে করা হয়। এতে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পুকুর থেকে আনা বারি অর্থাৎ চুকার (ছোট মাটির পাত্র) জলকে একই পুকুরে নিমজ্জিত করা হয়, একে বলা হয় 'বারি ভাসান' বা বিসর্জন বলা হয়। এতে আবার সেই চুকাকে (ছোট মাটির পাত্র) মাথায় নিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহ বাড়ি থেকে একই পুকুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানে প্রথম দিনের মতোই পুজো করা হয়। তারপর প্রথম দিনের মতো সেখানে পুজোর পর বারিকে (জল) বিসর্জন দেওয়া হয়।[২১]

হাঁস মাংসের উপকারিতা :

কড়অ (হাঁস) পূজার কারণ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে চাষের দিনে চাষীরা গোটা দিন ক্ষেতে-বাইদে থাকার কারণে বিভিন্ন জায়গার জল যেমন নদী-নালা, পুকুর, ডোবার জল পান করে আর বর্ষার দিনে যেহেতু বাইরের জল পান করে তাই রোগ জীবাণু পেটে প্রবেশ করে ও কৃমির সৃষ্টি হয়। সেজন্য বিভিন্ন রোগ জীবাণুকে মারার জন্য হাঁসের মাংস খায়। আর হাঁস মাংস কৃমি নাশ করে। আর বাচ্চাদের পেটে জোঁক প্রবেশ করলে হাঁসের রক্ত পান করিয়ে দেয় এতে নাকি উপশম পায়।[২২] এই বারি পূজায় বা মনসা পূজায় আর একটা গীতের চলন আছে যেটাকে জাঁত মঙ্গল বলা হয়। যা বিষহরি নিয়ে এসেছে আর এই বিষ্‌হরি বলতে লোকে সাপকে বুঝে কিন্তু এটা ভুল - আসলে এটা জাঁত মঙ্গল। কারণ সাপ হল বিষধর তাই যখন কামড় দেয় তখনি মানুষের দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়ে আর এর ফলে মানুষের মৃত্যু হয়। আজকাল হাসপাতালে এই সাপের বিষের জন্য ভালো ঔষুধ প্রয়োগ করে মানুষকে বাঁচিয়ে তোলে। অর্থাৎ সব বিষকে নাশ করে পানি বা জল। বলা হয় জলের মাত্রা বাড়ালে বিষের নাশ হয়। সেজন্য জল বেশি মেশানো হলে বিষ কম হয় আর এইজন্য পানিমাই (জল মাতা) যেটাকে বারি বলে ওটার পূজা করে কুড়মি গোষ্ঠীর লোক। সেজন্য এই পূজাকে বিষহরি মায়ের পূজায় বলা হয়। পানিমাই হোক, বারিমাই হোক বা বিষহরিমাই সমস্ত বিষয়ের মানে জল।[২৩]

বারি পূজার বৈজ্ঞানিকতা :

বারি পূজার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে। মনসা পুজোর দিন লোকেরা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানায়। কারণ এই পূজায় একটি হাঁস বা ছাগল কাটা হয়। এই কারণে, অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিশেষ করে মামা, মাসি, পিসি, দিদি প্রমুখ বিশিষ্ট বাড়ির লোকজনকে বাড়ি বাড়ি আগাম আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। সমাজে একই দিনে এই উৎসব পালন করা জরুরি নয়। লোকেরা তাদের সুবিধামত পুরো ভাদ্র মাসের যে কোনও দিন করতে পারে। এ কারণে আত্মীয়রা একে অপরের ঘরে মাংস-ভাত খাওয়ার সুযোগ বেশি পায়। এভাবেই বারি পূজার নামে কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বারি পূজায় ধান চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ জলকে পুজো করা হয়। এটিকে নিজেদের সংস্কৃতিতে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে পূজা করে যাতে ভাল বৃষ্টি হয়, ধানের চাষ শেষ হওয়ার পর বা শেষ হওয়ার সময় এটি করা হয়।[২৪] বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বারি আমাদের জীবনে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে. জল ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। এই জলকে কুড়মালি সংস্কৃতিতে যুক্ত করে পুজো করা শুধুমাত্র অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য নয়, এটিকে রক্ষা করার জন্যও, বারি পূজা সমগ্র মানবজগতকে শিক্ষা দেয়, কারণ বারী পূজার পর কুড়মালি সংস্কৃতিতে জলকে নিজের নিজের ক্ষেতে আইড় (আল) বেঁধে সংক্ষরিত করা হয়, যা মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং জলের স্তর বজায় রাখে।[২৫]

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বারি পূজা বা মনসা পূজা হল কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ অন্যতম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আলোচনায় বারি পূজা বা মনসা পূজার বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনার নিমিত্তে অবশ্যই বলা যায়, এই সংস্কৃতির সাথে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সবদিক বিবেচনা করে একথা অবশ্যই বলা যায় যে বারি পূজা বা মনসা পূজা একটি অন্যতম সংস্কৃতি।

Reference :

১. মাহাত, কিরীটি, মাহাত বিশ্বনাথ, *কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত)*, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১২৩

২. Keduar, N.C, *Sarna Aur Kudmali parb- Tayohar*, Shivangan Publication, Ranchi, 2020, P. 167

৩. মাহাত, ক্ষীরোদ চন্দ্র, *মানভূম সংস্কৃতি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা. ৩৬

৪. Keduar, N.C, 2020, op.cit. p. 167

৫. সাক্ষাৎকার : প্রদীপ কুমার মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ২৩/০৮/২০২৩

৬. Keduar, N.C., 2020, op.cit. p. 167

৭. মাহাত, শম্ভুনাথ ও মাহাত, শক্তিপদ, *কুড়মালি চারি*, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ৩০

৮. মাহাত, শম্ভুনাথ, *কুড়মালি চারিক খদিনদি*, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ২৮

৯. মাহাত, সৃষ্টিধর, *কুড়মালি নেগ- নীতি -নেগাচার*, মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৬৩

১০. মাহাত, শম্ভুনাথ ও মাহাত, শক্তিপদ, *কুড়মালি চারি*, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ৩০

১১. তদেব, পৃ. ৩০

১২. তদেব, পৃ. ৩১

১৩. Keduar, N.C., 2020, op.cit. p. 169

১৪. ibid, p. 169

১৫. ibid, p. 169,170

১৬. ibid, p. 170

১৭. ibid, p. 170, 171

১৮. ibid, p. 170, 171

১৯. মাহাত, শম্ভুনাথ ও মাহাত, শক্তিপদ, *কুড়মালি চারি*, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ৩০

২০. Keduar, N.C., 2020, op.cit. p. 171

২১. ibid, p. 171

২২. মাহাত, শম্ভুনাথ, *কুড়মালি চারিক খদিনদি*, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ২৮

২৩. তদেব, পৃ. ২৮, ২৯

২৪. Keduar, N.C., 2020, op.cit. p. 172, 173

২৫. ibid, p. 173